সবার
উপরে
এম.পি.
পরিচালনা · অগ্রদূত
PHOTO ARTS

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিমিটেডের নিবেদন

—সবার উপরে—

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অগ্রদূত**

কাহিনী ও সংলাপ : **নিতাই ভট্টাচার্য্য**

গীতিকার : **গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার**

সঙ্গীত পরিচালক : **রবীন চট্টোপাধ্যায়**

চিত্রশিল্পী : বিভূতি লাহা
বিজয় ঘোষ

শিল্পনির্দ্দেশক : সত্যেন রায়চৌধুরী

ব্যবস্থাপক : তারক পাল

শব্দযন্ত্রী : যতীন দত্ত

সম্পাদক : সন্তোষ গাঙ্গুলী

দৃশ্যসজ্জা : সুধীর খাঁন

রূপসজ্জা : বসির আমেদ

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : সরোজ দে, পার্ব্বতী দে
নিশীথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহণে : দিলীপ মুখার্জী
বৈদ্যনাথ বসাক
অশোক দাস

শব্দধারণে : অনিল তালুকদার
শৈলেন পাল

সম্পাদনায় : রমেন ঘোষ

দৃশ্যসজ্জায় : জগবন্ধু সাউ
সুকুমার দে

রূপসজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী, রমেশ দে

ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ পাল

আলোকনিয়ন্ত্রনে : সুধাংশু ঘোষ
নারায়ণ চক্রবর্ত্তী
শম্ভু ঘোষ
অমূল্য দাস

স্থিরচিত্র : **ষ্টিল ফটো সার্ভিস**

চিত্রপরিস্ফুটনা : **ইউনাইটেড সিনে লেবরেটারীজ**

যন্ত্রসঙ্গীত : **ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা**

ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত

পরিবেশক : **ডি-ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড**

19.12.55. Monday.

কাহিনী

পাটনা কোর্টের উদীয়মান তরুণ উকীল শঙ্কর চৌধুরীর চোখের সামনে সব আলো নিমেষে কালো হয়ে গেল--জীবনের কঠিন সাধনার ওপর দাঁড়িয়ে যে স্বপ্ন দেখছিলো ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল জীবনের—সে যদি হঠাৎ জানতে পারে যে তার বাবা নিরুদ্দিষ্ট নয়—আজ ১২ বছর ধরে এক জঘন্য খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামী—সে যদি জানতে পারে তার আসল নাম শঙ্কর চৌধুরী নয়, শঙ্কর চ্যাটার্জী—সারাজীবন অজ্ঞাতে এক মিথ্যার বেসাতি করে এসেছে সে—তাহ'লে তার সুস্থ শুভ চেতনা কেমন করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে?.....

.....কিন্তু ভাগ্যের এই নির্মম পরিহাস মাথা পেতে স্বীকার করবে না সে তার দৃঢ় বিশ্বাস, তার স্নেহপ্রবণ বাবা নির্দোষ—যে বাবার স্মৃতি তার বালক মনের গভীরে আদর্শের রূপ নিয়ে গড়ে উঠেছিলো একদিন—সে বাবা কখনও খুনী আসামী হতে পারে না—তাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে না পারলে সন্তানের কর্ত্তব্যে অবহেলা হবে।...ভবিষ্যৎ জীবনের সব কিছু লোভনীয় প্রলোভনকে দূরে ঠেলে রেখে অভাগিনী মা মহামায়ার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে শঙ্কর পাড়ি দেয় সেই "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার" বিশেষ অসম্ভবের সমুদ্রে।

সুরু হয় সংগ্রাম—কখনো দেখা যায় আশার আলো—কখনো জেগে ওঠে নিরাশার অন্ধকার—কখনো ঘনিয়ে আসে দুর্য্যোগের মেঘ—সব-কিছুকে অস্বীকার ক'রে পাশে এসে দাঁড়ায় এক নারী—মমতার

প্রদীপ হাতে, পথ চলা সহজ করে দেয় শঙ্করের—নাম তার ঋতা! অসীম মমত্ববোধ আর প্রীতি ঝরে পড়ে তা'র আশার বাণীতে।

বলে—"রুক্ষ দিনের দুঃখ পাইতো পাবো—চাই না শান্তি—সান্ত্বনা নাহি চাবো,
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙ্গে যদি, ছিন্ন পালের কাছি—
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছো আমি আছি।"—কিন্তু

অশান্ত শঙ্কর বলে—"এই দীর্ঘ বারো বছর ধরে হেমাঙ্গিনীর খুনের চারপাশে যে রহস্যের কুয়াশা সৃষ্টি হয়ে আছে ঋতা, তা ভেদ করলেও আলো আমি দেখতে পাচ্ছিনা— কে সে অজানা অচেনা হত্যাকারী? যে ন্যায় বিচারের প্রহসনের আড়ালে আত্মগোপন করে আমার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে?— যার জঘন্য ঘৃণিত কাজের জন্যে একজন সহজ সরল সাধারণ মানুষ, যে আইন আদালত ধর্ম্ম, ভগবানে অনন্ত বিশ্বাস রাখতো—সেই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, নিরপরাধ মানুষ আজ বারো বছর অন্ধকার নির্জন কারাগারের মধ্যে নিজের মান মর্য্যাদা, মায়া মমতা মানবত্ব—নিজের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন কোরে দিয়ে দেওয়ালে মাথা ঠুকে চীৎকার করছে—আইন মিথ্যে—আদালত মিথ্যে—ধর্ম্ম মিথ্যে—ভগবান মিথ্যে—সব মিথ্যে—সব মিথ্যে—"……অশান্ত শঙ্করকে শান্ত করতে ঋতা বলে—"সংসারে অন্যায় আছে, অবিচার আছে, দুঃখভোগ আছে কিন্তু সবার উপরে আছে সত্য—মিথ্যের মেঘ ভেদ করে সেই সত্যের সূর্য্য একদিন প্রকাশ পাবেই পাবে!" অশান্ত শঙ্কর তবুও শান্ত হতে পারে না—চীৎকার করে বলে—

"আমি, সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না—
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না"

চীৎকার ক'রে জনতার আদালতে তার আপীল পেশ করে—যে জনমাতঙ্গের ক্রুদ্ধ ভ্রুভঙ্গে রাজার মাথা থেকে মুকুট খসে যায়—অত্যাচার অবিচার উৎপীড়ন অন্যায়ের মত্ত ঐরাবৎ ভেসে যায় জাহ্নবী প্লাবনে—সেই সাধারণ মানুষের আদালতে পেশ করে প্রশান্ত চ্যাটার্জীর মামলা! চীৎকার ক'রে বলে—"আমি জানি তিনি নির্দোষ আপনারা বিচার করে তাকে মুক্তি দিন—প্রকৃত খুনী কে আমি জানি! তার স্বরূপ তাকে উদ্ঘাটিত কোরতে হবে—যাতে সেই নারকীয় সমাজদ্রোহী বুঝতে পারে—চিরদিনের জন্যে ফাঁকি দেওয়া যায় না—আজ সবার উপরে যে সত্য, সেই সত্যের শাণিত খড়্গ তার ওপর জঘন্যতম অপরাধের চরম দণ্ড হানবেই হানবে..."

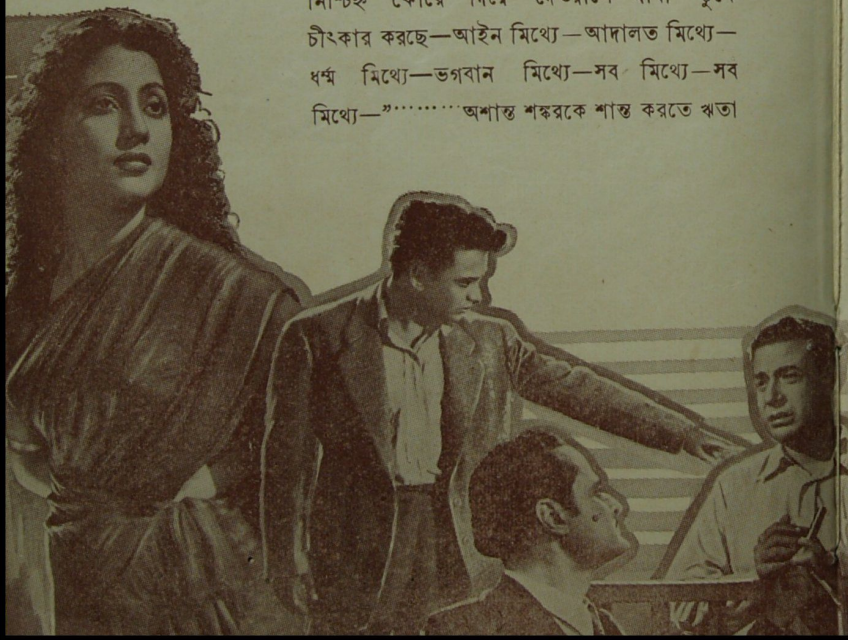

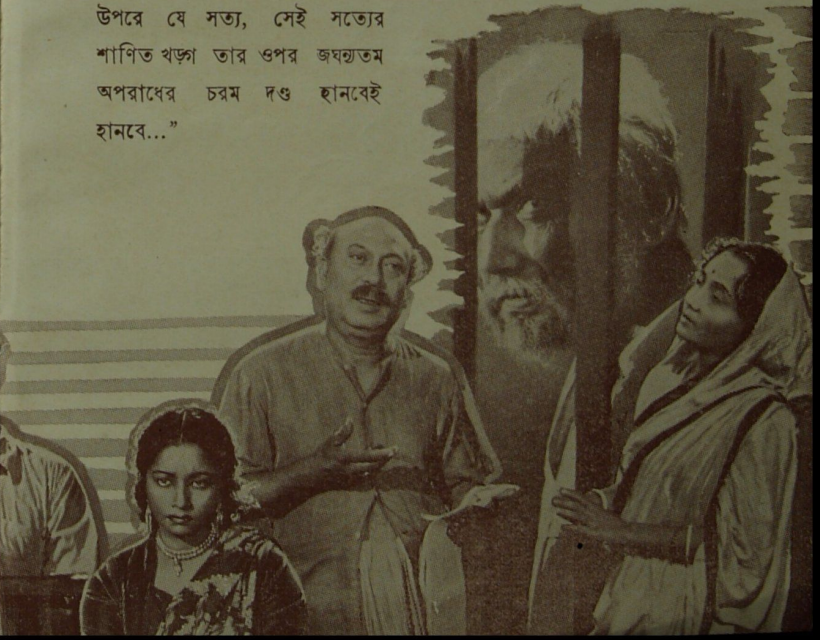

সংগীতাংশ

(১)

কাঁটার আঘাতে ছিন্ন চরণে রক্ত ঝরে,
চারিপাশে এ মরণ কত মূরতি ধরে—
তবু হেথা শেষ নয় রে!
ঐ শোন বাঁশী বাজিছে সদাই
নাই ভয় নাই ভয় রে!
শেষ তবু হেথা নয় রে॥
রৌদ্র ধূলায় ক্লান্ত হৃদয়, শ্রান্ত দেহ—
ঠিকানা তবু তো ব'লে দিতে কাছে আসেনা কেহ;
তবু হেথা শেষ নয় রে॥
আলো মুছে দিয়ে ভ'রুক আকাশ আঁধার মেঘে;
তোর দিশেহারা পথে ঝড় ও ঝঞ্ঝা থাকুক জেগে!
তবু হেথা শেষ নয় রে॥
তোর অশ্রুবিষাদ অবসাদ তবু নয় রে মিছে—
হাসি আনন্দ আছে ওরে এই ব্যথার পিছে।
তবু হেথা শেষ নয় রে
ঐ শোন বাঁশী বাজিছে সদাই
নাই ভয় নাই ভয় রে।

(২)

জানিনা ফুরাবে কবে এই পথ চাওয়া!
ছল ছল আঁখি মোর
জল ভরা মেঘে যেন হাওয়া।
পদধ্বনি শুনে তার আমি বারে বারে
ছুটে যাই দ্বারে;
ভুল ভেঙে যায়, আমারে কাঁদায়ে শুধু
খেলা করে হাওয়া।
আকাশে উঠেছে ঝড়
কান পেতে শুনি তার ভাষা,
তবে কি বেঁধেছি আমি বালুচরে বাসা।
দীপ বুঝি নিভে যায়, মন নাহি মানে
তবু তার পানে
চেয়ে থাকি হায়—
সহিতে পারিনা তার
এই নিভে যাওয়া!

(৩)

ঘুম ঘুম চাঁদ, ঝিকিমিকি তারা, এই মাধবী রাত
আসেনি তো বুঝি আর জীবনে আমার!
এই চাঁদের তিথিরে বরণ করি;
ওগো মায়াভরা চাঁদ, আর ওগো মায়াবিনী রাত।
বাতাসের সুরে শুনেছি বাঁশী তার,
ফুলে ফুলে ঐ ছড়ানো যে হাসি তার,
সেই মধুর হাসিতে হৃদয় ভরি'
এই চাঁদের তিথিরে বরণ করি॥
সব কথা গান সুরে সুরে যেন
রূপ কথা হ'য়ে যায়;
ফুল ঋতু আজ এলো বুঝি মোর
জীবনের ফুল ছায়।
কোথায় সে কত দূরে, জানিনা ভেসে যাই;
মনে মনে যেন স্বপনের দেশে যাই
আজ তাই কি জীবনে বাসর গড়ি'—
এই চাঁদের তিথিরে বরণ করি॥

এ ছবির কাজে সাহায্যের জন্যে

আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন:

আনন্দবাজার পত্রিকা

কৃষ্ণনগরের চিত্রমন্দির

মল্লিক ব্রাদার্স : 'মণ্টজ ষ্টুডিও'

'রেড-গেট এগ্রি-হর্টি কালচার‍্যাল ফার্ম'

সবার উপরে-র
ভূমিকালিপি :

সুচিত্রা সেন
উত্তমকুমার

ছবি বিশ্বাস
কমল মিত্র
পাহাড়ী সান্যাল
নীতীশ মুখার্জ্জী
কালী ব্যানার্জ্জী
তুলসী চক্রবর্ত্তী

★ শোভা সেন, তপতী ঘোষ, জয়শ্রী সেন
ঝর্ণা রায়, বীথি দাসগুপ্তা, চিত্রিতা মণ্ডল

হরেন মুখার্জ্জী, প্রীতি মজুমদার, পুরু মল্লিক, আদিত্য ঘোষ,
শেখর চ্যাটার্জ্জী, পারিজাত বোস, বলাই আঢ্য (এ্যাঃ)
মনোজ চ্যাটার্জ্জী, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ভোলানাথ দে,
রাজকুমার ভট্টাচার্য্য, শঙ্কর পুরোহিত,
অমল ভট্টাচার্য্য, পটল সাহা ও
আরও অনেকে

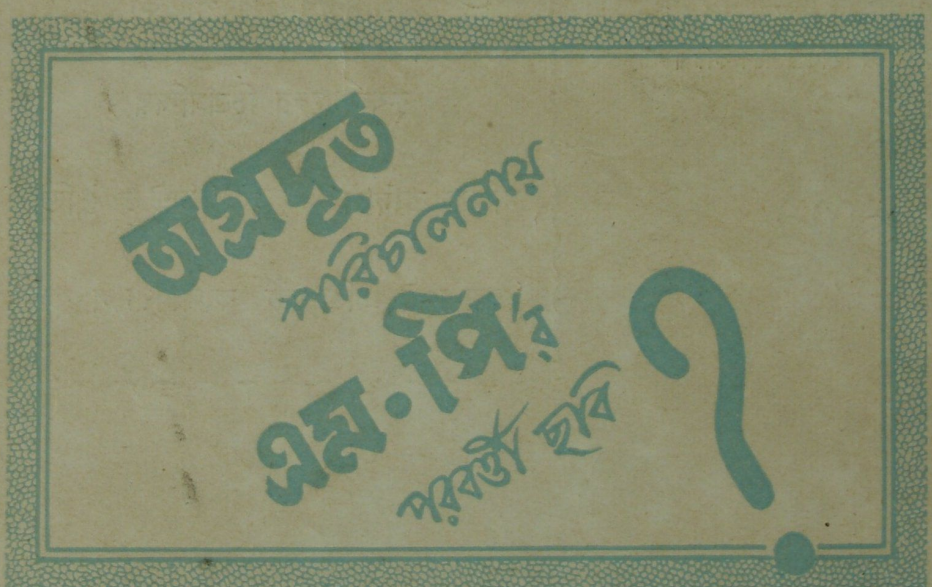

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিঃ, ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং
ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত